চুয়াডাঙ্গায় পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জের বিরুদ্ধে অর্থবাণিজ্যের অভিযোগ তদন্ত কমিটির ঘটনাস্থল পরিদর্শন

চুয়াডাঙ্গার হিজলগাড়ী ক্যাম্প পুলিশের ইনচার্জ এসআই শেখ রকিবুল ইসলামের বিরুদ্ধে মারধর ও অর্থবাণিজ্যের গুরুত্বর অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগের ভিত্তীত্বে গঠিত তদন্ত কমিটি ঘটনাস্থল পরির্দশন করেছেন। কমিটি লিখিত স্বাক্ষতকার গ্রহণ করেছেন অনেকের। মিলতে শুরু করেছে ঘটনার সত্যতা। প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত মধ্যস্থতাকারি সাইফুল ইসলামকে পেলে পরিষ্কার হবে ৯৫ হাজার টাকার ভাগ কে কত নিয়েছে।

চুয়াডাঙ্গার হিজলগাড়ী ক্যাম্প পুলিশের ইনচার্জ এসআই শেখ রকিবুল ইসলামের বিরুদ্ধে পিকাপভ্যানসহ ঢাকা ধামরাইয়ের ৪ জনকে আটক করে ক্যাম্পে নিয়ে যায়। দীর্ঘ সময় দেনদরবার করে নেহালপুর গ্রামের সাইফুলের মাধ্যস্থতায় আটককৃতদের ছেড়ে দেবার গুরুত্বর অভিযোগ ওঠে।

এ ঘটনায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার নাজিম উদ্দিন আল আজাদ পিপিএমকে প্রধান করে এক সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠণ করেন সংশ্লিষ্ট বিভাগ।

গতকাল বুধবার ২৫ অক্টোবর বেলা ১১টার দিকে তদন্ত কমিটির প্রধান ঘটনাস্থল পরির্দশন করেন এবং অনেকের লিখিত বক্তব্য গ্রহণ করেন। যাদের মধ্যে আছেন সোরাফ হোসেন, বোন রেহেনা ওরফে জয়নব, রেহেনার মেয়ে রিক্তা খাতুন।

লিখত বক্তব্যে প্রত্যেকেই জানান, ঢাকার মেহমানরা পিকাপ নিয়ে গত শুক্রবার ৪ জন তাদের বাড়িতে বেড়াতে আসে। রাত সাড়ে ৩টার দিকে হিজলগাড়ী ক্যাম্প পুলিশের ইনচার্জ এসআই রকিবুল ইসলাম সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে তাদেরকে আটক করে ক্যাম্পে নিয়ে যায়। আটক করার সময় গরুচোর অপবাদ দিয়ে মারধরও করে। তাদেরকে ছাড়াতে ডিঙ্গেদহ বাজারের ২টি বিকাশের দোকান থেকে ১ লাখ টাকা উত্তোলন করা হয়। ঘটনার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবকিছুর মধ্যস্থতা এবং এবং ভয়ভীতি দেখিয়ে টাকা

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

বুধবার সকাল ১১ টা থেকে বিকেল সাড়ে ৩ টা পর্যন্ত এ তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করেন। তদন্তে ২০২০-২১ অর্থ বছরে বিভিন্ন খ্যাত দেখিয়ে ভুয়া বিল ভাউচারে ২৮ হাজার ও ২০২১-২২ অর্থ বছরে ১২ হাজার টাকা লোপাট করে।

এ ঘটনায় আলমডাঙ্গা উপজেলা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আশরাফুল ইসলাম জানান, সকাল থেকে দুর্নীতির অভিযোগে তদন্ত শুরু হয়। তিনি মোট ৪০ হাজার টাকা লোপাট করে।

তিনি আরো জানান, তদন্ত প্রতিবেদন পাঠানোর পর উপজেলা শিক্ষা অফিস তার বিরুদ্ধে কি পদক্ষেপ নিবেন তা পরবর্তীতে জানানো হবে।

ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি শরিফুল ইসলাম বলেন, প্রধান শিক্ষক মনগড়া ভাবে বিল ভাউচারের মাধ্যমে টাকা লুটপাট করেছে। তদন্তে তার বিলের সাথে কাজ দেখাতে পারিনি।

কালীগঞ্জের সেই প্রধান শিক্ষিকার বিরুদ্ধে তদন্ত কমিটি গঠন

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার বেজপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শিপ্রারাণী সাহা অর্থের বিনিময়ে জীবন কুমার ঘোষকেভুয়া দাতা সদস্য করার ঘটনায় তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ঝিনাইদহ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার জাহাঙ্গীর আলম, তিনি জানান কোটচাঁদপুর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার অসিত বরুণ পালকে প্রধান করে দুই সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। আগামী ২০ তারিখের মধ্যে তাদেরকে প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলেও তিনি জানান।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার জাহাঙ্গীর আলম বলেন, তদন্ত কমিটিকে নিরপেক্ষ তদন্ত করতে বলা হয়েছে।কালীগঞ্জ উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার প্রধান শিক্ষক শিপ্রা রানী সাহাকে শোকজ করেছেন।

উল্লেখ্য,জমি দাননা করেও প্রধান শিক্ষিকার আশীর্বাদে দীঘর্ দিনদাতা সদস্য ছিলেন জীবন কুমার ঘোষ। শিরোনামে বিভিন্ন দৈনিকে সংবাদ প্রকাশিত হয়। এতে এলাকা জুড়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। নড়েচড়ে বসেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ। জমিদানকারী পরিবারের উত্তরসূরী রবিউল ইসলাম জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের নিকট লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

এর অনুলিপি দিয়েছেন প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তরের মহা-পরিচালক, খুলনা বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষার উপ-পরিচালক, ঝিনাইদহ দূর্নীতি দমনকমিশনের উপ-পরিচালক ও কালীগঞ্জের উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ জেলার সকল প্রেস ক্লাব বরাবর। এ বিষয়ে উপজেলা শিক্ষা অফিসার সেলিনা আক্তার বানুর নিকট অভিযোগ দিলেও তিনি কোন প্রতিকার পাননিবরং দুর্ব্যবহার করে ক্ষমতার দাপট দেখান।

প্রধান শিক্ষক শিপ্রা রাণী সাহা একই বিদ্যালয়ে প্রায় ২৯ বছর চাকরি করার সুবাদে তিনি আধিপত্য বিস্তার করেছেন। এ কারণে তিনি সাধারণ অভিভাবকদের সাথে প্রতিনিয়ত দূর্ব্যবহার করে থাকেন। সময়মত বিদ্যালয়ে হাজির হননা এবং সময়ের আগেই স্কুল ছুটি দিয়ে চলে যান।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসারের বিরুদ্ধে তদন্ত কমিটি গঠিত

রোগীকে ভূঁয়া সনদ প্রদানের অভিযোগে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার ডা. এমকে রেজার বিরুদ্ধে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠণ করা হয়েছে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জুনিয়র কনসালটেন্ট (এনেসথেসিয়া) ডাক্তার জাহিদুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত তিন সদস্যের অন্যান্য সদস্যরা হলেন, আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডা. মারুফ, মেডিকেল অফিসার ডা. আদিলা আজহার।

গাংনী উপজেলা আগামী ৭ কর্মদিবসের মধ্যে এই তদন্ত রিপোর্ট জমা দেওয়ার নিদের্শ দেওয়া হয়েছে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. সুপ্রভা রানী বলেন, গাংনী উপজেলার সহড়াতলা গ্রামের জনৈক সুজন নামের এক ভূক্তভোগী মেহেরপুর সিভিল সার্জনের কাছে ডাক্তার এমকে রেজার বিরুদ্ধে একটি লিখিত অভিযোগ দিলে সেটি তদন্তের জন্য গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের নিকট তদন্তের নির্দেশ দেন।

সে নির্দেশনা মোতাবেক আজ শনিবার (৬ আগষ্ট) এ কমিটি গঠণ করে ৭ দিন সময় বেধে দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, অভিযোগকারী সুজনের স্ত্রী পারিবারিক কলহের জের ধরে গত বছরের ফেব্রুয়ারী মাসে তার বিরুদ্ধে আদালতে যৌতুকের দাবীতে নারী নির্যাতনের একটি মামলা দায়ের করেন। অথচ, গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার এমকে রেজা ওই নারীকে শারীরিক নির্যাতনের একটি মেডিকেল সনদ গত বছরের ২ জুন মাসে দেন। সেই সনদ মামলায় ব্যবহার করছে। এটিকে মিথ্যা ও ভূঁয়া সনদ বলে অভিযোগ করেন ভুক্তভোগী সুজন।

ভুক্তভোগী বলেন, ডাক্তার এমকে রেজা দীর্ঘদিন যাবৎ টাকার বিনিময় একই ধরণের সার্টিফিকেট প্রদান করে আসছেন।তার ইওসি এবং পিজিটি কোর্স করা আছে বললেও এখন পর্যন্ত সে কোনো সার্টিফিকেট কাউকে দেখাতে পারেনি।